ঝিনাইদহে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে সাড়ে ৪ হাজার কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার (২৩ নভেম্বর) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এসব উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীপা রানী সরকার, সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজনীন সুলতানা, কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ রানা, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ-আল-মাসুদসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সদর উপজেলার ১৭টি ইউনিয়নের ৪ হাজার ৬৫০ জন কৃষকের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

কৃষি বিভাগ জানায়, রবি মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় সরিষা, মসুর ও গমের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে ৪ হাজার কৃষককে ১ কেজি করে সরিষার বীজ ও ২০ কেজি রাসায়নিক সার, ৫০০ কৃষককে ৫ কেজি করে মসুরের বীজ ও ১৫ কেজি সার এবং ১৫০ কৃষককে ২০ কেজি করে গমের বীজ ও ৭৩ কেজি রাসায়নিক সার দেওয়া হয়।

কোটচাঁদপুরে ১৯০ হেক্টর জমির ফসল আক্রান্ত, ফসল রক্ষায় ব্যস্ত কৃষক

ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে টানা দুই দিনের বৃষ্টিতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ১৯০ হেক্টর জমির ফসল আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে

রয়েছে ধান, ভুট্টা ও শাকসবজির ক্ষেত।

এ ছাড়া আক্রান্ত হয়েছে কিছু সরিষা, মসুর ও পেঁয়াজের ক্ষেতও। তবে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন আধাপাকা রোপা আমন ধানের চাষিরা।

রবিবার সকালে রোদ উঠতেই শেষ সম্বলটুকু রক্ষায় মাঠে নেমেছেন কৃষকেরা। কেউ কাঁচা ধান কেটে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন, আবার কেউ পানিতে ভিজে যাওয়া ধান ও বিচালি তুলে সড়কের পাশে শুকাতে দিচ্ছেন। উপজেলার বিভিন্ন এলাকার মাঠজুড়ে এখন এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে।

জানা যায়, ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে টানা দুই দিনের বৃষ্টিতে কোটচাঁদপুরে ১৯০ হেক্টর জমির ফসল আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৮৫ হেক্টর জমির ধান, ৬৮ হেক্টর জমির ভুট্টা এবং ৩৭ হেক্টর জমির শাকসবজি রয়েছে। এ ছাড়া সরিষা, মসুর ও কিছু পেঁয়াজের ক্ষেতও আক্রান্ত হয়েছে।

সরেজমিনে উপজেলার বিভিন্ন মাঠ ঘুরে দেখা যায়, গত দুই দিনের বৃষ্টিতে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কৃষকেরা মাঠে নামতে পারেননি।

তবে রবিবার সকালে আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে রোদ উঠতেই কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন তাঁরা। কষ্টার্জিত ফসল রক্ষায় ব্যস্ত সময় পার করছেন।

কোথাও কৃষকদের পানিতে ডুবে যাওয়া ধানের শিষ কেটে বাড়িতে নিতে দেখা গেছে। আবার কোথাও পানিতে ভিজে যাওয়া ধান ও বিচালি জমি থেকে তুলে রাস্তার পাশে শুকাতে দিয়েছেন তাঁরা।

এ ব্যাপারে বকশিপুর গ্রামের ধানচাষি জব্বার আলী বলেন, দেড় বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলেন তিনি। গত দুই দিনের বৃষ্টিতে ধানের গাছ পানিতে ডুবে গেছে। এখন ধান না কাটলে পানিতে পচে নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণে সব ধান না পাকলেও কেটে ফেলতে হচ্ছে। এতে কিছু ধান পাওয়া যাবে। তবে যা পাওয়া যাবে, তা দিয়ে চাষের খরচও উঠবে না বলে জানান তিনি।

কুশনা গ্রামের ভুট্টাচাষি শাহজাহান আলী বলেন, ১২ দিন আগে জমিতে ভুট্টার বীজ রোপণ করেছিলেন। মাত্র চারা গজিয়েছে। এরই মধ্যে অসময়ের বৃষ্টিতে তাঁর ১৬ বিঘা জমির ভুট্টা পানিতে ডুবে গেছে। এখন কী হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তিনি।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, এ বছর

কোটচাঁদপুরে ৫ হাজার ৩৫৭ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধানের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে ৮৫ হেক্টর জমির ধান আক্রান্ত হয়েছে।

এ ছাড়া ২ হাজার ৫৭০ হেক্টর জমিতে আবাদ করা ভুট্টার মধ্যে ৬৮ হেক্টর এবং ১ হাজার ৩৫ হেক্টর জমিতে আবাদ করা শাকসবজির মধ্যে ৩৭ হেক্টর জমির ফসল আক্রান্ত হয়েছে। পাশাপাশি অল্প পরিমাণ সরিষা, মসুর ও পেঁয়াজের ক্ষেতও আক্রান্ত হয়েছে।

তিনি বলেন, পানিতে ডুবে যাওয়া ধানের শিষ কেটে সংগ্রহ এবং জালি দিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে কৃষকদের। বৃষ্টি না হলে ধানের ক্ষতির আশঙ্কা কম। তবে বিচালি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ভুট্টাসহ অন্যান্য ফসলের জমি থেকে আগামী দুই-এক দিনের মধ্যে পানি নেমে গেলে ক্ষতির পরিমাণ কম হবে।

তিনি আরও বলেন, কৃষি বিভাগের হিসাবে কোটচাঁদপুরে ১৯০ হেক্টর জমির ফসল আক্রান্ত হয়েছে। তবে কৃষকদের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করতে আরও চার থেকে পাঁচ দিন সময় লাগবে।

ঝিনাইদহে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতারে এলাকাবাসীর ক্ষোভ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এনামুল হক নিলুকে নাশকতা ও সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় গ্রেফতারের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি,রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও একটি চক্রের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তাকে মামলায় জড়ানো হয়েছে। তাদের মতে,দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকা-◌ের কারণে নিলু চেয়ারম্যান ছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষের আস্থার প্রতীক।

স্থানীয়দের ভাষ্য,বিএনপির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দলটির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এনামুল হক নিলু। দুইবার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে এলাকার দরিদ্র,অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের যেকোনো প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় এলাকায় তার আলাদা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘ রাজনৈতিক ও জনপ্রতিনিধিত্ব করা জীবনে তার বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির কোনো অভিযোগ ওঠেনি। এমন একজন জনপ্রতিনিধিকে নাশকতা ও সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় গ্রেফতারের ঘটনায় তারা বিস্মিত। তাদের অভিযোগ,একটি মহল পরিকল্পিতভাবে তাকে হয়রানি করার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রাশেদ মিয়া বলেন, নিলু চেয়ারম্যানের গ্রেফতারের পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে আমরা মনে করি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের জন্য কাজ করেছেন। মানুষের বিপদে-আপদে সবসময় পাশে দাঁড়িয়েছেন। এমন একজন জনপ্রতিনিধিকে এভাবে মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করায় আমরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ। আমাদের ধারণা,একটি মহল পরিকল্পিতভাবে তাকে হয়রানি করছে। আমরা চাই,নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করা হোক এবং তিনি যেন ন্যায়বিচার পান।’

আরেক বাসিন্দা বসির আহমেদ বলেন,‘বিগত দিনে বিএনপি-জামায়াতের অনেক নেতাকর্মী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত চেয়ারম্যান এনামুল হক নিলু দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। কখনও কারো ক্ষতি করেননি তিনি। আজ তাকে জেল খাটতে হচ্ছে,যা ইউনিয়নবাসীর জন্য দুঃখজনক।’

হলিধানী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদ সাদিক বকুল বলেন,দলের দুঃসময়ে তিনি নেতাকর্মীদের সঙ্গে ছিলেন। এলাকার মানুষের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাকে যে মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে,তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে নানা প্রশ্ন রয়েছে। আমরা মনে করি, সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসা উচিত।’

জেলা জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের সদস্য সচিব ও ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য শাহনেওয়াজ সুমন বলেন,‘নিলু চেয়ারম্যান দীর্ঘদিন ধরে মানুষের জন্য কাজ করেছেন। তিনি দুইবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান। গরিব-দুঃখী মানুষের কাছে তিনি আস্থার জায়গা। তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। আমরা চাই,কোনো রাজনৈতিক বিবেচনা নয়, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হোক।’

১৩ ঘন্টা ধরে দাফন ছাড়া পড়ে আছে বাবার লাশ

ছয় ছেলে-মেয়ের মধ্যে দুই ছেলের নামে জমি লিখে দেয়ার অভিযোগ তুলে ঝিনাইদহের মহেশপুরে মাহাবুব তরফদার (৮০) নামে এক ব্যক্তির মরদেহ দাফনে বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মৃত মাহবুব তরফদারের অপর এক ছেলে ও তিন মেয়ে মরদেহ দাফনে বাধা দেয়।এতে প্রায় ১৩ ঘন্টা ধরে দাফন ছাড়া পড়ে আছে ওই মরদেহ।

শুক্রবার (২০ নভেম্বর) সকালে মহেশপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গাড়াবাড়ীয়া তরফদার পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে বার্ধক্যজনিত কারণে যশোরের চৌগাছা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মাহবুব তরফদার। তাঁর তিন ছেলে ও তিন মেয়ে। বড় ছেলে মনিরুল তরফদার ও ছোট ছেলে শফি তরফদার বাবাকে দিয়ে জোরপূর্বক নিজেদের নামে জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাহবুব তরফদারের সন্তানদের মাঝে বিরোধ চলে আসছিল।

শুক্রবার সকালে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে মাহবুব তরফদারের মেজো ছেলে বাক-প্রতিবন্ধী রফিকুল তরফদার এবং তিন মেয়ে সেলিনা বেগম, পারভীনা আক্তার ও রিনা খাতুন বাড়িতে আসেন। এ সময় তারা বাবার মরদেহ দাফনে বাঁধা দেয়।

মাহবুব তরফদারের তিন মেয়ে অভিযোগ করে জানায়, প্রাপ্য জমি ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তারা তাদের বাবার মরদেহ দাফন করতে দেবেন না। দীর্ঘদিন ধরে তাদের বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তারা।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত দুই বছর ধরে রফিকুল তরফদার ও তার তিন বোনকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছিল না। এ ঘটনায় তারা আদালতে মামলাও দায়ের করেছিলেন।

তবে বাবার জমি জোরপূর্বক রেজিস্ট্রি করে নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন বড় ছেলে মনিরুল তরফদার ও ছোট ছেলে শফি তরফদার জানান, তারা কোনো জোর জবরদস্তি করেননি। বরং বাবা নিজ ইচ্ছায় দুই ছেলের নামে জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন।

এদিকে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনে স্থানীয়ভাবে দফায় দফায় মীমাংসার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমরান আলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

নড়াইলের জাসাস নেতা সোহেল মোল্লা হত্যার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ

দেশব্যাপী নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হত্যা,অগ্নি সংযোগ, লুটপাট ও নড়াইলের কালিয়া উপজেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক সোহেল মোল্যা ও কৃষকদল নেতা শাহিন হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ঝিনাইদহ জেলা জাসাস এর উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২০নভেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এই সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা জাসাস এর আহ্বায়ক এম এ কবীর, সদস্য সচিব কামরুজ্জামান লিটন, জাসাস নেতা জাহিদ হাসান, মোল্লা রাজা, সেলিম, সাইদুজ্জামান সাঈদ, মীর আলমগীর হোসেন, রিপন, মাহবুব, জাহিদ হোসেন এবং শিল্পী মিন্টুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সন্ত্রাসীদের

বর্বরোচিত হামলায় জাসাস নেতা সোহেল মোল্লা নিহত হয়েছেন। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। একজন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীকে এভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করা গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের উপর সরাসরি আঘাত।

বক্তারা আরও বলেন, অবিলম্বে এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সকল অপরাধীকে গ্রেফতার করে সুষ্ঠু তদন্ডের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় সারাদেশে জাসাস আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে মানববন্ধনে জাসাস ঝিনাইদহ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের এটি কোনো হাট নয় যেন ধান লাগানোর মাঠ !

একটু বৃষ্টি হলেই কাদায় একাকার হয়ে যায় ঝিনাইদহের নতুনহাট খোলা। দেখে মনে হতে পারে এটি কোনো হাট নয় যেন ধান লাগানোর মাঠ। চলাচলের রাস্তা থেকে শুরু করে হাটের ভেতরের অধিকাংশ জায়গায় জমে থাকে কাদা ও পানি। এতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে হাটে আসা ক্রেতা-বিক্রেতাদের। এমন চিত্র ঝিনাইদহ পৌরসভার নতুন হাটখোলার।

সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, সামান্য বৃষ্টিতেই হাটের বিভিন্ন স্থানে কাদা জমে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কোথাও পানি জমে আছে, কোথাও আবার কাদায় তৈরি হয়েছে যানবাহনের চাকার বড় বড় গর্ত। কাদা মাড়িয়েই হাটে কেনাকাটা করতে হচ্ছে ক্রেতাদের। পণ্য নিয়ে চলাচল করতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন ব্যবসায়ীরাও।

হাটে আসা শহরের আরাপপুর এলাকার ক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টি হলেই হাটের এমন অবস্থা হয়। কাদার মধ্যে দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে কাপড় ও জুতা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় পা পিছলে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে।

সবজি বিক্রেতা আব্দুল হালিম বলেন, এখানে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা

করছি। বৃষ্টি হলে পুরো হাট কাদায় ভরে যায়। মালামাল নিয়ে দোকানে আসা-যাওয়া করতে খুব কষ্ট হয়। কাদার কারণে ক্রেতারাও দোকানে আসতে চান না। এতে আমাদের বেচাকেনাও কমে যায়। পৌরসভায় বার বার বলার পরও তারা কোন ব্যবস্থা নেয় না।

হাটে কেনাকাটা করতে পবহাটি এলাকার বাসিন্দা সেলিনা খাতুন বলেন, নারী ও বয়স্ক মানুষের জন্য এই হাটে চলাচল করা খুবই কষ্টকর। কোথাও শুকনো জায়গা পাওয়া যায় না। পৌরসভার উচিত দ্রুত হাটের রাস্তাঘাট সংস্কার করা।

মাছ বিক্রেতা মনির হোসেন বলেন, বৃষ্টি হলেই দোকানের সামনে কাদা জমে থাকে। ক্রেতারা কাদা ঠেলে আসতে চান না। দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্যা চলছে। আমরা চাই, হাটের রাস্তাগুলো পাকা করা হোক এবং পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মোঃ রাশেদ আলী খান বলেন, নতুন হাটখোলার ভেতরের রাস্তা সংস্কার করার জন্য আমরা আরইউটিডিপি প্রকল্পের মাধ্যকে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে কাজের টেন্ডারও হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই কাজ শুরু হবে। আশা করছি দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান হবে।

ঝিনাইদহে এক নারীর অপবাদ ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জামায়াত নেতার সংবাদ সম্মেলন

এক নারীর অপপ্রচার ও অপবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন জামায়াত নেতা ও ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা আজিজুর রহমান।

বৃহস্পতিবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আজিজুর রহমান জানান, গত ৭ অক্টোবর আরাপপুর সোনালীপাড়া এলাকার বাসিন্দা ঘটক মিজানুর

রহমানের মাধ্যমে শারমিন তানিয়া নামের এক নারীর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব পান তিনি।

পরে ১০ অক্টোবর মকবুল প্লাজার একটি রেস্টুরেন্টে ওই নারীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ হয়। এ সময় তার ছেলেও উপস্থিত ছিল। পরবর্তীতে ২২ অক্টোবর ওই নারীর বাসায় গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি।

উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে বিয়ের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়। এ জন্য কিছু কেনাকাটাও করেন তিনি। তবে পরবর্তীতে আজিজুর রহমানের সন্তানেরা ঢাকা থেকে বাড়িতে এলে বিয়ের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং তারা আরও সময় নেওয়ার সিন্ধান্ত নেন। বিষয়টি ওই নারীর মামাকেও জানান তিনি।

আজিজুর রহমানের অভিযোগ, এরপর থেকেই শারমিন তানিয়া তাকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধামকি দিতে থাকেন। বিয়ে না করলে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে তাকে জোরপূর্বক বিয়ে করতে বাধ্য করা, ছেলেমেয়েদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ এবং ঝিনাইদহ থেকে বিতাড়িত করার হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনায় গত ১৬ নভেম্বর ঝিনাইদহ সদর থানায় শারমিন তানিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

লিখিত বক্তব্যে আরও অভিযোগ করা হয়, গত ১৭ নভেম্বর রাত সাড়ে ৮টার দিকে ১০০ থেকে ১৫০ জন লোক নিয়ে তার বাড়ির সামনে উপস্থিত হন শারমিন তানিয়া। এ সময় বাড়ি দখলের চেষ্টা, গেট ভাঙচুর, প্রাণনাশের হুমকি এবং অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। পাশাপাশি উপস্থিত সংবাদকর্মী ও স্থানীয়দের সামনে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় বলেও দাবি করেন তিনি। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

সংবাদ সম্মেলনে আজিজুর রহমান দাবি করেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে জড়িয়ে মানহানিকর সংবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করা হচ্ছে। এতে তার সামাজিক সম্মান ও পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এসব অভিযোগকে মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উল্লেখ করে তিনি এর প্রতিবাদ জানান এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

ঝিনাইদহের বারইখালী-উদয়পুর গ্রামের নবগঙ্গা নদীতে আজও নির্মিত হয়নি সেতু

ঝিনাইদহের নবগঙ্গা নদীর ওপর একটি পাকা সেতু না থাকায় বছরের পর বছর ধরে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন দুই পাড়ের অন্তত ১০টি গ্রামের হাজারো মানুষ। ঝুঁকিপূর্ণ কাঠ-বাঁশের সাঁকোই তাদের চলাচলের একমাত্র ভরসা।

এতে ভোগান্তিতে পড়ছেন শিক্ষার্থী, কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। ব্যাহত হচ্ছে জরুরি চিকিৎসাসেবাও। পৌরসভার পাশেই এমন যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্দশা থাকলেও দীর্ঘদিনেও নির্মাণ হয়নি কোনো পাকা সেতু।

সরেজমিনে দেখা যায়, ঝিনাইদহের নবগঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত সরু কাঠের সাঁকোটি এক পাশে পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়পুর এবং অন্য পাশে সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী গ্রামের মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। ঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন এই সাঁকো পারাপার হচ্ছেন দুই পাড়ের মানুষ। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে নদীতে পানি বাড়লে এবং সাঁকো পিচ্ছিল হয়ে উঠলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়।

উদয়পুর গ্রামের বাসিন্দা শাকিল হোসেন বলেন, বছরের পর বছর ধরে এই সাঁকো দিয়ে আমাদের চলাচল করতে হচ্ছে। শিশু, নারী ও বয়স্কদের সাঁকো পার হতে অনেক সমস্যা হয়। অনেক সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে চলাচল করতে হয়। এখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা হলে দুই পাড়ের মানুষের দুর্ভোগ কমবে।

বারইখালী গ্রামের কৃষক নজু মিয়া বলেন, সাঁকো দিয়ে ভ্যান, রিকশা কিংবা বড় কোনো যানবাহন চলাচল করতে পারে না। ফলে উৎপাদিত ফসল মাথায় করে নদী পার করতে হয়। কেউ অসুস্থ হলে কিংবা জরুরি প্রয়োজনে রোগী ও মালামাল আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রেও চরম সমস্যায় পড়তে হয়। বিকল্প পথে যেতে কয়েক কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সালাম মিয়া বলেন, ঝিনাইদহ পৌরসভা ও পার্শ্ববর্তী পোড়াহাটি ইউনিয়নের অন্তত ১০টি গ্রামের মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে এখানে দ্রুত একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা হোক। তাহলে আমাদের এই ভোগান্তি দুর হবে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, ওই স্থানে সেতু না থাকায় স্থানীয়দের দুর্ভোগ হচ্ছে। সেখানে একটি সেতু নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন হলে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে নাশকতার অভিযোগে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এনামুল হক নিলু (৬০) কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে নাশকতার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) ভোররাতে নিজ এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এনামুল হক নিলু সদর উপজেলার ৪নম্বর হলিধানী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শালিয়া গ্রামের হাজী রুস্তম আলীর ছেলে। তিনি বর্তমানে ওই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

পুলিশ জানায়, গত ১০ নভেম্বর সদর উপজেলার নগরবাথান বাজার এলাকায় মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে নাশকতার চেষ্টা করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। ওই ঘটনায় সদর থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা হয়। ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদউজ্জামান

বলেন, গত ১০ নভেম্বর সদর থানায় দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী একটি মামলায় অ্যাডভোকেট এনামুল হক নিলুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নাশকতার চেষ্টা ও জানমালের ক্ষতিসাধনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান অব্যাহত আছে।

ঝিনাইদহে বাক সরলীকরণকরণের জন্য অধিগ্রহণকৃত মহাসড়কের স্থাপনা উচ্ছেদ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আঞ্চলিক মহাসড়কের বাক সরলীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিগ্রহণকৃত জমিতে থাকা ৩২টি স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে উপজেলা প্রশাসন ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) সকালে উপজেলার বসন্তপুর ও রামজয়পুর এলাকায় যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে অধিগ্রহণকৃত জমিতে থাকা ঘরবাড়ি, দোকানসহ ৩২টি স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এসব স্থাপনা ও জমিতে থাকা গাছপালা খোলা নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। নিলামে ৭ জন ব্যবসায়ী অংশ নেন। এতে ৩২টি স্থাপনা বিক্রি হয় ৪ লাখ ১ হাজার ২০০ টাকায়।

অভিযানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খুলনা জোনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পিযুজ চন্দ্র দে, ঝিনাইদহ সওজের নির্বাহী প্রকৌশলী তুহিন আল মামুন, শৈলকুপা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান, সওজের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী জিয়া উদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী আহসান উল কবীর ও হাসান আল মামুনসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সওজ’র কর্মকর্তারা জানায়, মহাসড়কের বাক সরলীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এসব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ নির্বিঘ্নে এগিয়ে নিতে অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে অবৈধ স্থাপনা